এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

অগস্ট ২০০৯

BOOK POST - PRINTED MATTER

মশলাদার ! ! ১৪/১৫৮

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়েছেন, সুগন্ধী মশলা রোজমারি, লবঙ্গ ও পুদিনা জৈব পদ্ধতিতে উৎপাদিত ফলমূল ও শাকসবজি কীটপতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। যেহেতু দিন দিন বিশেষভাবে উন্নত দেশগুলিতে মানুষের মধ্যে জৈব ফলমূল, শাকসবজি খাওয়ার প্রবণতা বাড়বে, তাই সেই চাহিদা পূরণে ভাবতে হচ্ছে নতুন নতুন জৈব কীটনাশকের কথা। বিদেশে কীটনাশক ক্ষমতাসম্পন্ন মশলাগুলির নাম দেওয়া হয়েছে 'কিলার স্পাইসেস'। মশলাগুলি জলে সামান্য মিশিয়ে প্রয়োগ করা হয়। কিছু মশলা কীটনাশক,কীটপতঙ্গকে সরাসরি মেরে ফেলে। কিছু আবার তাদের ফসল থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। মশলাজাত কীটনাশকের একটি বড় সুবিধা হল, কীটপতঙ্গ এগুলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে না। বিজ্ঞানীরা এখন আরও অন্য ধরনের মশলা-নির্ভর কীটনাশক তৈরিতে ব্যস্ত, যেগুলি আগামীদিনে খাদ্যে বিষক্রিয়া ঘটায় এমন জীবাণু ধ্বংস করতে সক্ষম হবে।

আশা-ম ! ১৪/১৫৯

অসমের কৃষকরা ধীরে ধীরে জৈব সারকে আপন করে নিচ্ছে। কিছুদিন আগে এই কৃষকরাই পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের উপর। অসমের জলবায়ু ধান, আনারস, কমলালেবু ও শাকসবজির জন্য উপযোগী। জৈবসার ব্যবহারে আনারস আগের তুলনায় অনেক সুস্বাদু ও মিষ্টি হচ্ছে বলে দাবি সেখানকার চাষিদের। ফলে সেই আনারসের চাহিদাও বাড়ছে এবং চাষিরাও ভালো দাম পাচ্ছে। কৃত্রিম সার ব্যবহারে একদিকে যেমন উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছিল, আনারসের স্বাদও কমছিল। চাষিদের মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য অসমের কৃষি দফতর কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। নিয়মিত কর্মশালা ও মাঠ-পরিদর্শনের মাধ্যমে, সরকার চাষিদের মধ্যে জৈবসার ব্যবহারের সুফল সম্পর্কে সচেতন করতে পেরেছে। আমাদের রাজ্যে উত্তরবঙ্গে প্রচুর আনারস চাষ হয়, অসমের চাষিদের অভিজ্ঞতা এখানকার চাষিদের কাজে লাগতে পারে।

মৃত্যু উপত্যকা ১৪/১৬০

নাগাড়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিকাশশীল দেশগুলি চরম দুর্দশার শিকার হচ্ছে। একই মন্দার কবলে পড়ে ইতিমধ্যেই অনেক দেশের অবস্থা সঙিন। ইন্টারন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর ডিজাসটার রিডাকশন সংস্থা সূত্রে জানা যাচ্ছে, উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রায় ১০০ কোটি মানুষ বাস করে যে বস্তি ও ঝুপড়িতে, তা বসবাসের পক্ষে বিপজ্জনক। ইদানীংকালে দেশগুলির মধ্যে সমৃদ্ধির ইঁদুর দৌড়, বাসস্থানের নিরাপত্তার নজরকে গৌণ করে দিয়েছে। আইএসডিআর-এর প্রতিবেদন আরও বলছে, বন্যায় জীবননাশের আশঙ্কা আছে এমন জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশের বাস বাংলাদেশ, ভারত ও চিনে। সাইক্লোন বা ঘুর্ণিঝড়ে সবথেকে বেশি প্রাণহানি হতে পারে বাংলাদেশে। আবার ইথিওপিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং ভারতে ভূমিধসে লোপাট হতে পারে বহু জনপদ। ভূমিকম্পে মৃত্যুর আশঙ্কা সবথেকে বেশি চিন ও ভারতে। ভয়ঙ্কর খরার গ্রাসে পড়ার সম্ভাবনা সাব সাহারান-

DRCSC, 58A, Dharmatala Road, Bosepukur, Kasba, Kolkata - 42. Ph: 2442 7311, 2441 1646, E-mail: drcsc@vsnl.com, Website: www.drcsc.org

আফ্রিকার দেশগুলোর । প্রতিবেদনে মানুষের অকাল মৃত্যুর জন্য, মৃত্যুর এই অতর্কিত হানার মোকাবিলার জন্য প্রকৃতি বা ভৌগোলিক কারণ নয়, দায়ী করা হয়েছে দেশগুলোর দুর্বল দুর্যোগ-মোকবিলা-ব্যবস্থাকে ।

তোরা যুদ্ধ করে করবি কী তা বল ? **১৪/১৬১**

যুদ্ধে শুধু জীবনহানি হয়না । যুদ্ধ পরিবেশের পক্ষে আরও বিধ্বংসী ও ব্যাপক । ১৯৯১-এর উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাক, কুয়েতের ৭০০ তৈলকূপ ধ্বংস করে । প্রায় এক কোটি গ্যালন অশোধিত তেল নষ্ট হয় । ভিয়েতনামের যুদ্ধেও বিশাল এলাকার বন, কৃষিখেত ধ্বংস করে দেওয়া হয় । ইদানীং আফগানিস্তানে তালিবান সংঘর্ষে সে দেশের বিস্তীর্ণ বনভূমি নষ্ট হয়ে গেছে । আমাদের দেশের কাশ্মীর উপত্যকার অবস্থাও একইরকম । সেখানে কয়েক বছর ধরে চলতে থাকা সংঘর্ষে, প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে দুর্লভ প্রজাতির বন্যপ্রাণী । ধ্বংস হয়ে গেছে অরণ্যের পর অরণ্য ও হ্রদ । এই ক্ষতি আর পূর্ণ হবার নয় । তবে সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের অবস্থা পারমাণবিক যুদ্ধ থেকে, জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকি তার ছোট্ট উদাহরণ ।

জান-নিয়ন্ত্রণ **১৪/১৬২**

গেরস্থালির উনুনের ধোঁয়া ও কাঠ পোড়ানোর ধোঁয়ার তুলনায়, যানবাহনের ধোঁয়া অনেক বেশি ক্ষতিকর । কারণ যানবাহনের ধোঁয়ার অতি সূক্ষ্ম কণা দীর্ঘদিন আমাদের ফুসফুসে আটকে থাকে । অন্যান্য ধোঁয়া বা ধূলিকণায় তা হয় না। কাঠ, কয়লা প্রভৃতির দহন থেকে সৃষ্ট ধোঁয়ার কণাগুলি তুলনায় বড়, ফলে সেগুলি মূলত মুখ ও গলায় আটকে যায় । কিন্তু পেট্রল-ডিজেলের ধোঁয়ার অতি সূক্ষ্ম কণা ফুসফুসের অনেক গভীরে গিয়ে জমে । এর দরুন যানবাহনের ধোঁয়া থেকে হৃদরোগসহ অন্য অনেক বিপজ্জনক অসুখবিসুখ বাড়ার সম্ভাবনা থাকে ।

শ্মশানের শান্তি ! **১৪/১৬৩**

দ্রুত বদলে যাচ্ছে জলবায়ু । এর ক্ষতিকর প্রভাব এখন আর শুধু অনুমান নয়, রূঢ় বাস্তব । জেনেভাস্থিত গ্লোবাল হিউম্যানেটেরিয়ান ফোরাম, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষয়ক্ষতির যে চিত্র তুলে ধরেছে, এক কথায় তা ভয়ানক । ২০৩০ সালের মধ্যে জলবায়ুর বদলের ফলে মৃত্যু হবে পাঁচ লক্ষ মানুষের । ক্ষুধা, অসুস্থতা ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার শিকার হবে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ মানুষ । বছরে এই আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ১২,৫০০ কোটি মার্কিন ডলার ।

কী খাব ? **১৪/১৬৪**

খাদ্য সংকট ও আর্থিক মন্দা ২০১৫ সালের মধ্যে গোটা বিশ্ব কাটিয়ে উঠবে । আসলে কিন্তু তখনই আবার খাদ্যের দাম ভীষণভাবে বাড়বে । রাষ্ট্রসংঘের সাসটেনেবল এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফুড সিকিউরিটি নামের প্রতিবেদনে সেই বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসাবে, ওই সময়ে সৃষ্টি হওয়া বিপুল চাহিদাকে দায়ী করা হয়েছে । তবে এর পাশাপাশি জলবায়ুর পরিবর্তন ও সুস্থিত কৃষির সংকটও খাদ্যবস্তুর মূল্যবৃদ্ধিতে ইন্ধন জোগাবে বলে আশঙ্কা ।

কত ধানে কত চাল ! **১৪/১৬৫**

বিটি বেগুনের পর এবার তর্ক শুরু হবে বিটি ধান নিয়ে। ভুবনেশ্বরের ইউনাইটেড কোয়ালিশন এগেনস্ট জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ওড়িশার একটি কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানে জিএম ধান নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার তীব্র সমালোচনা করেছে । তাদের বক্তব্য, ওড়িশা বহু দেশীয় প্রজাতির ধানের ভাণ্ডার । জিএম ধানের পরীক্ষা এই প্রজাতির সম্পদকে ধ্বংস করে দিতে পারে । এমন কী কেরালা বিশ্ববিদ্যালয় যে জিএম ধান নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধেও সংগঠনটি সরব । জিএম ধানের সম্ভাব্য বিপদের দিকগুলি নিয়ে তারা জোরদার প্রচার শুরু করেছে। সংগঠনটি আরো জানিয়েছে, জিএম ফসল ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে জিন প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণারত প্রতিষ্ঠানগুলি প্রচুর আর্থিক সাহায্য পাচ্ছে । এর ফলে বিনিয়োগকারী সংস্থার হাতে 'জার্ম প্লাজম' হাত বদল হওয়ার আশঙ্কা, যা দেশের জিন সম্পদকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দেবে ।

পাঞ্জাবী গম **১৪/১৬৬**

পাঞ্জাব ও হরিয়ানার সিংহভাগ গম চাষি জৈব-প্রাকৃতিক উপায়ে চাষ করে বেশ লাভবান হয়েছেন । জৈব চাষে উৎপাদিত গম বিক্রি হয়েছে কুইন্টাল প্রতি ২৫০০ থেকে ৩০০০ টাকায় । এমনকী ক্রেতারা গমচাষিদের ঘরে গিয়েও গম কিনেছেন ।

ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার থেকে সাধারণ মানুষ, সকলেই জৈব উপায়ে উৎপাদিত গমের প্রতি আকর্ষিত হচ্ছেন। তার জন্য ওখানে ক্রেতারা দাম দিতেও পিছপা হচ্ছেন না।

কালোচাষ! **১৪/১৬৭**

চাহিদা মেটাতে ও রফতানি বাড়াতে ভারত ইথিওপিয়ার খাদ্য উৎপাদনের জন্য জমি ভাড়া নিচ্ছে। কৃষি, উদ্যানজাত ফসল ও আখ চাষের জন্য প্রায় ১৯,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে। কারণ আফ্রিকাতে জমি সস্তা। ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর মতে, বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা এবং খাদ্যবস্তুর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, ভারত—চিনের মতো বিকাশশীল দেশগুলিকেও এই ধরনের পদক্ষেপ নিতে প্ররোচিত করেছে। তবে নিজের দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে অন্য দেশের জমি ভাড়া করে চাষ করতে, আরব এমেরিটেস ও চিন পদক্ষেপ নিয়েছে ভারতের অনেক আগেই। এক্ষেত্রে ঝুঁকি রয়েছে, কারণ আফ্রিকার পরিস্থিতি বর্তমানে মোটেই স্থিতিশীল নয়। নীতিগতভাবে কাজটি ঠিক নয় বলে করেন দিল্লির ফোরাম ফর বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড ফুড সিকিউরিটি সংগঠনের দেবিন্দর শর্মা। তাঁর মতে, এভাবে অন্যের দেশের জমি কেড়ে নেওয়াটা উচিত নয়। এর ফলে সেই দেশে খাদ্য সংকটের সৃষ্টি হবে। কারণ বিনিয়োগকারী দেশ তাদের নিজেদের লাভের জন্যই শুধু খাদ্যোৎপাদন করবে।

ভোগে রোগ **১৪/১৬৮**

বলা কঠিন, কীভাবে কৃষি–রাসায়নিক ও তার যৌগ আমাদের ক্ষতি করে। কারণ যাচাই করতে গেলে প্রয়োজন, অনেকগুলি তথ্যের একত্রীকরণ—যেমন কীটনাশকটির নানা ব্যবহারের পরিমাণ, সংস্পর্শের মাত্রা ভৌগোলিক অবস্থান—ইত্যাদি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একদল গবেষক এরকমই একটি আগাছানাশক সম্বন্ধে তথ্য একত্র করে জানতে পেরেছে, প্যারাকুয়েট নামের একটি বহুল ব্যবহৃত আগাছানাশক ও ম্যানের নামের একটি ছত্রাকের মিলিত যৌগ মানবদেহের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে বিপর্যস্ত করে তোলে। যার ফলস্বরূপ, পার্কিনসন্স বা চিত্তভ্রংশ রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

রোগা হলুদ ভবিষ্যৎ **১৪/১৬৯**

হলুদের ভেষজ গুণের কথা সর্বজনবিদিত। যতদিন যাচ্ছে একটি একটি করে তার গুণ প্রকাশ পাচ্ছে। যেমন জানা ছিল না স্থূলতা কমানোর কাজেও এটি সমান দক্ষ। হলুদের মধ্যে 'কারকামিন' নামের উপাদানটি টিউমার বৃদ্ধিতে বাধা দেয়। মার্কিন বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, ফ্যাট সেল বা মেদ কণিকার ক্ষেত্রেও একই কাজ করে কারকামিন।

হ্যাঁ জী এম। না জি এম! **১৪/১৭০**

ইউরোপের দুই বিজ্ঞানী ভারতে এসে ইউরোপে বাতিল জিন কারিগরি ভারতকে নিতে বারণ করে গেলেন। এই দুই বিজ্ঞানী বংশাণুবিদ্যার। একজনের নাম সেরলিনি, আরেকজনের নাম আন্তেনিয়োউ। সেরলিনি ফরাসি আর আন্তোনিয়োউ ইংরেজ। দুজনেই নয়াদিল্লিতে জিএম নিয়ে বলতে এসেছিলেন। বলার ব্যবস্থা করেছিল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।

কিন্তু বলে লাভ নেই। এখন সাধুও ধর্মের কথা শোনে না। আগামী বছরের মধ্যেই, ভারতের বাজার আলো করে বিটি বেগুন ফুটবে। যদিও সরকারি পারিষদরা বলেছেন, প্রকৃতি-পরিবেশকে প্রায় জেড নিরাপত্তা দিয়ে তবেই নাকি সবজিটি বাজারে নামবে। জি-এম বিরোধী প্রতিবাদী ও বিজ্ঞানীরা এই নিরাপত্তা নিয়ে বেশ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তবে বিজ্ঞানীরা বেশ সন্দেহবাতিক! কারণ চিরকালই বিশ্বাসে মিলায় বেগুন।

আন্তেনিয়োউ বলেছেন, জিএম কারিগরি নিয়ে কাজ করা যায় নিশ্ছিদ্র ঘেরাটোপে— জীবাণুমুক্ত গবেষণাগারে। খোলা মাঠে কৃষিকাজে এর ব্যবহার ভয়াল-ভয়ঙ্কর। তাঁরা আরো বলেছেন, জিএম শস্য খেলে মানুষ অসুস্থ হবে এটাই সব নয়, জিএম থেকে মাটি ও বাতাস দূষিত হয়ে, ধ্বংস হবে জৈব বৈচিত্র ও উদ্ভিদ জগৎ।

এদিকে দেশের পরিবেশ ও বন মন্ত্রী মাননীয় জয়রাম রমেশ বলেছেন, তিনি জিএম শস্যে বিশ্বাস করেন— জিএম খাদ্যে বিশ্বাস করেন না। মাননীয় মহাজনের এই বাণী সোনার পাথরবাটিতে উপহার দেওয়ার মতো।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

... সেম বোট ব্রাদার ১৪/১৭১

ইউরোপজুড়ে খাবার কীটনাশক মাপার নির্ধারিত নির্দিষ্ট মান-সূচক আছে। এই মানে মাপা হয় কীটনাশকের সর্বাধিক মাত্রা। এই মাত্রা ঠিক করে ইএফএমএ। ইএফএম-এর পুরো নাম ইউরোপিয়ান ফুড সেফটি অথরিটি। এরা ফি বছর মহাদেশজুড়ে এই মাপকাঠি-মাফিক খাবারদাবারে সমীক্ষা চালায়।

২০০৭-এর সমীক্ষাফল বলছে, কেবল ৪% খাবার নিরাপদ মাত্রা ছাড়িয়েছে। ২০০৬-এর যা ছিল ৫%। এর জন্য নেওয়া হয়েছিল ৩৫৩ খাদ্যদ্রব্যের ৭৪,০০০ নমুনা। আলাদা করা গেছে ৮৭০ টি কীটনাশককে। তবে কেবল তৈরিক খাবার নয়, ইউরোপে এই নিয়ে চাষজমিতেও নজরদারি চলে।

মার্কিন খাবারদারি ১৪/১৭২

আমেরিকায় খাবারদাবারে এক বিষাক্ত কীটনাশকের খোঁজ মিলেছে। এই কীটনাশকের নাম কার্বোফুরান। আমেরিকায় খাবার নজরদারির দায়িত্ব এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সির। এই এজেন্সির খাদ্য তদারকির নির্দিষ্ট কিছু সূচক আছে। সূচকে কার্বোফুরানের কথা নেই। এজেন্সি অবিলম্বে এই নিয়ে পদক্ষেপ নেবে ঠিক করেছে। কারণ, একইভাবে এই কীটনাশকেও পরিবেশ-খাদ্য ও মানবশরীরে ক্ষতি বাড়ার সম্ভাবনা। চাষজমিতে ব্যবহার করে ক্ষতি হয়েছে চাষি ও পাখির।

আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই, এই কীটনাশকের নিরাপদ মাত্রা নিয়ে এদেশে নিয়মবিধি আসছে। চাষিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে কার্বোফুরান ছেড়ে নিরাপদ কীটনাশকের দিকে যেতে। পাশাপাশি পাহারা বসেছে রফতানিতেও।

অমৃত সমান... ১৪/১৭৩

ভারত সরকার এর মধ্যেই একজন কমিশনার নিয়োগ করবেন। এই কমিশনার খাবার ও ওষুধে নজর রাখবেন। এসব বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজিব বিন্দল। বলেছেন সংসদে এক প্রশ্নের উত্তরে। এই সব তদারকের জন্য আলাদা বিভাগ বা অধিকার তৈরি হবে। ভারতে ওষুধের ২৫ ভাগ তৈরি হয় হিমাচলে। তাই কানুন আরো কড়া হবে ওই রাজ্যে। একদিকে যেমন বহাল হবে নিরাপদ খাদ্য তদারকির আধিকারিক, অন্যদিকে ক্ষমতা বাড়ানো হবে খাদ্য ও ভেষজ পরিদর্শকদের।

মাঝেমধ্যেই, ওষুধের নমুনা দেশ ও বিদেশের পরীক্ষাগারে পাঠিয়ে পরখ করা হবে। কারচুপি ধরা পড়লেই লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হবে। লাটে উঠিয়ে দেওয়া হবে কোম্পানিকে। সঙ্গে সঙ্গে, যেসব চিকিৎসক উপরির আশায় খারাপ ওষুধ খেতে বলছেন, সাবধান করা হয়েছে তাঁদেরকেও।

প্রকাশিত হয়েছে

এই আইনের ব্যবহারে নাগরিক-সুবিধার প্রসারে আমরা কাজ করছিলাম। চিন্তা ও প্রয়োগে নাগরিক-মানসে তার পরিধিও বেড়েছে একটু। সাড়াও মিলছে কোথাও কোথাও। কিন্তু আইনের অন্য প্রান্তে যে সরকারি তথ্য-কর্মী আছেন তথ্য দেওয়ার জন্য, তিনি নিয়ত আমাদের ভাবনায় ছিলেন। কিন্তু তাঁর সহায়িকা তৈরিতে তেমন জোর দিইনি কখনো। কারণ, এই কাজের জন্য সরকার রয়েছে। ভেবেছি সরকারই তাঁকে সব জানিয়ে দেবে সবিস্তারে। কিন্তু আইন একে একে চারবছর পেরোল, তেমন উদ্যম কোথাও সরকার-পক্ষে লক্ষ্য করিনি। এবার তাই আমরাই প্রস্তুতি নিলাম সেই কাজের। প্রকাশিত হল তথ্য-কর্মী সহায়িকা। যেহেতু সরকারি কর্মী-ই তথ্য সাজিয়ে আমাদের দেবেন, তাই তাঁকে আমার বিশেষায়িত করতে চাইছি 'তথ্য-কর্মী' অভিধায়। আইনে, দফতরে কে তথ্য দেবেন তা নির্দিষ্ট। কিন্তু বইটি দফতরে স্তর-পদ ছাড়িয়ে সব কর্মীরই উপকারে লাগবে আশা করি।

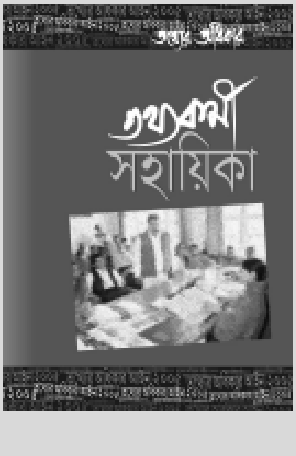

বইয়ের বিষয় বিস্তারিত হয়েছে নাগরিকের অবস্থান থেকে। কিন্তু সরকারি দায়িত্বের প্রেক্ষিত, সীমা, সম্পর্ক ইত্যাদি জানেন সরকারি আধিকারিক। তাই এই প্রকাশনা নিয়ে তাঁদের স্বতন্ত্র মত থাকবে। সেই মত পরের সংস্করণকে আরো শোভন করবে বলে আশা রাখি। তাই সেই মতকে আমরা সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

যোগাযোগ | ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ :** ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)

সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস

সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু